দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 10 OCT. 1995 ...

পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম ... ৮

শিক্ষার কোন বিকল্প নাইঃ প্রধানমন্ত্রী

বেসরকারী শিক্ষকদের জন্য ৩০ কোটি টাকার 'রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট'

বাসস ॥ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশের বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার সকল শিক্ষককে অবসর গ্রহণ সুবিধা প্রদানের জন্য গতকাল সোমবার ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। ঢাকার ওসমানী মিলনায়তনে গত সন্ধ্যায় বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার সময় বিপুল করতালির মধ্যে

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

প্রধানমন্ত্রী

(১ম পৃঃ পর)

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, বে-সরকারী শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাষ্ট আইন সংশোধন এবং অবসর সুবিধা ট্রাষ্ট আইন প্রণয়নের কাজ চলিতেছে। প্রধানমন্ত্রী মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য একটি স্থায়ী প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট ভবন নির্মাণ করা হইবে বলিয়াও ঘোষণা করেন।

'বিশ্ব শিক্ষক দিবস ১৯৯৫' উপলক্ষে শিক্ষক সমিতিসমূহ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এ ধরনের অনুষ্ঠান বাংলাদেশে ইহাই প্রথম।

অন্যান্যের মধ্যে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমিরউদ্দিন সরকার, শিক্ষা সচিব ইরশাদুল হক, অধ্যাপক এম, শরিফুল হক, অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমদ, মওলানা এম, এ, মতিন, সালেহা বেগম ও নজরুল ইসলাম।

সর্বাধিক বাজেট বরাদ্দসহ সরকার শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়াছে বলিয়া প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, ২ হাজার সালের মধ্যে আমরা সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করিতে চাই। এই লক্ষ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী, দশম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের বিনা বেতনে শিক্ষা ইত্যাদি কর্মসূচী চালু করা হইয়াছে।

শিক্ষকদের কল্যাণে সরকারের গৃহীত বহুবিধ পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করিয়া প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, সম্পদের স্বল্পতা সত্ত্বেও তাহার সরকার বেসরকারী শিক্ষকদের সরকারী অনুদান ৮০ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করিয়াছে এবং সাড়ে ৪ হাজার নূতন স্কুলেও এই সুবিধা কার্যকর করা হইয়াছে।

বেগম খালেদা জিয়া উল্লেখ করেন যে, বেসরকারী শিক্ষকদের সরকার টাইম স্কেল প্রদান করিয়াছে এবং সরকারী স্কুলগুলিতে শুন্যপদ পূরণের ব্যবস্থা নিয়াছে। একই সঙ্গে পেশাগত মান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর ব্যবস্থা করা হইতেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষার মান উন্নয়ন ও শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রহিয়াছে। তিনি বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষকদের কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করার জন্য পাঠক্রম সংস্কার, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন, কম্প্যুটার সংযোজন, কারিগরি ও কৃষি বিষয়ক শিক্ষা সম্প্রসারণ করা হইয়াছে। তিনি বলেন, বিশ্বে জাতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার কোন বিকল্প নাই। খালেদা জিয়া স্মরণ করাইয়া দেন যে, শিক্ষা সম্প্রসারণে শিক্ষক হইতেছেন প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, শিক্ষার মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে যে সকল কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা হইতে ইতিমধ্যেই ফল আসিতে শুরু হইয়াছে। তিনি বলেন, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর ফলশ্রুতিতে ৯২ ভাগ ছেলে-মেয়ে এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হইতেছে। বেগম জিয়া বলেন, তাহার সরকারের গতিশীল কর্মসূচী ও পদক্ষেপের দরুন দেশে শিক্ষার হার এখন ৩৮ ভাগে উন্নীত হইয়াছে। অথচ ১৯৯০-এ এই হার ছিল ২৬ ভাগ।